রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, জুলাই ২৮, ২০২৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

হজ অনুবিভাগ

নং ১৬.০০.০০০০.০০৩.৪০.০২৮.২৫-৭১৫

তারিখ: ০৫ শ্রাবণ ১৪৩৩ / ২০ জুলাই ২০২৬

হজ প্যাকেজ ও গাইডলাইন ২০২৭

হজ একটি দ্বি-রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা। রাজকীয় সৌদি সরকার এবং হজযাত্রী প্রেরণকারী দেশের যৌথ ব্যবস্থাপনায় হজ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বাংলাদেশ বিশ্বের ৪র্থ বৃহত্তম হজযাত্রী প্রেরণকারী দেশ। বাংলাদেশের হজ ব্যবস্থাপনা ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত। ২০২৭ সনের পবিত্র হজ ৯ জিলহজ ১৪৪৮ হিজরি/ চাঁদ দেখা সাপেক্ষে ১৫ মে ২০২৭ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত হবে।

হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২১ এর ধারা ৫(২)(খ) অনুসারে 'হজ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নির্বাহী কমিটি'র অনুমোদনক্রমে সরকারি মাধ্যমের হজযাত্রীদের জন্য **'হজ প্যাকেজ- ১ ও 'হজ প্যাকেজ-২ (সাশ্রয়ী)' এবং** বেসরকারি মাধ্যমের হজযাত্রীদের জন্য **'বেসরকারি মাধ্যমের সাধারণ হজ প্যাকেজ'** প্রণয়নপূর্বক **"হজ প্যাকেজ ও গাইডলাইন ২০২৭"** ঘোষণা করা হলো।

তালিকাভুক্ত যোগ্য এজেন্সিসমূহ নিবন্ধন শুরুর পূর্বে সৌদি সরকার নির্দেশিত এজেন্সি প্রতি হজযাত্রীর সর্বনিম্ন কোটা পূরণের লক্ষ্যে গ্রুপ (এলায়েন্স) গঠন করবে। এজেন্সিসমূহ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত **'বেসরকারি মাধ্যমের সাধারণ হজ প্যাকেজ'** গ্রহণ করবে এবং গ্রুপভুক্ত এজেন্সিসমূহ পারস্পরিক আলোচনা করে অতিরিক্ত ০৩ (তিন) টি প্যাকেজ ঘোষণা করতে পারবে। তবে সরকার ঘোষিত সর্বনিম্ন প্যাকেজ 'হজ প্যাকেজ-২ (সাশ্রয়ী)' এ বর্ণিত সেবা-সুবিধাদি কমিয়ে কোনো প্যাকেজ ঘোষণা করতে পারবে না এবং প্যাকেজের কোনো সেবার মান উল্লেখ করে তদপেক্ষা নিম্নমানের সেবা প্রদান করা যাবে না।

ঘোষিত প্যাকেজসমূহ হজ পোর্টালসহ এজেন্সির নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

মূল্য : টাকা ২৪.০০

কুরবানী/আদাহি সম্পাদন এবং অনুমোদিত ক্যাটারিং কোম্পানির মাধ্যমে মক্কা/মদিনায় হজযাত্রীর খাবার সরবরাহ বাধ্যতামূলক থাকায় এ দু'টি সেবার ব্যয় অন্তর্ভুক্ত না করে কোনো প্যাকেজ ঘোষণা করা যাবে না। একটি গ্রুপের এজেন্সিসমূহ ঘোষিত চারটি প্যাকেজের বাহিরে কোনো হজযাত্রী নিবন্ধন করতে পারবে না। গঠিত গ্রুপের এজেন্সিসমূহ সরকার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লিড এজেন্সি নির্বাচন করে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে।

সৌদি পর্বের চূড়ান্ত ব্যয়ের হিসাব না পাওয়ায় বিগত বছরের ব্যয়ের ধারাবাহিকতায় সম্ভাব্য খরচ হিসাব করে হজ প্যাকেজ প্রণয়ন করা হয়েছে। পরবর্তীতে কোনো খাতে খরচ হ্রাস/বৃদ্ধি হলে প্রযোজ্য খাতের হ্রাসকৃত/বর্ধিত ব্যয় প্যাকেজ মূল্য হিসেবে গণ্য হবে। খরচ বৃদ্ধি পেলে হজযাত্রীকে হজে গমনের পূর্বে তা পরিশোধ করতে হবে। খরচ হ্রাস পেলে হজের পরে তা ফেরত প্রদান করা হবে। এছাড়া প্রয়োজনে প্যাকেজের অন্তর্ভুক্ত ব্যয়ের খাতসমুহের মধ্যে আন্ত:খাত সমন্বয় করা যাবে।

২০২৭ সনের হজের নিবন্ধন শুরুর তারিখ সরকার বিজ্ঞপ্তি জারির মাধ্যমে অবহিত করবে এবং হজে গমনেচ্ছু ব্যক্তি, হজ এজেন্সি এবং হজ কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট সকলকে **"হজ প্যাকেজ ও গাইডলাইন ২০২৭"** যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

১। সরকারি মাধ্যমের 'হজ প্যাকেজ-১': **১ সৌদি রিয়াল = ৩৩.২০ টাকা**

ক্রম	সৌদি আরব পর্বের ব্যয়ের খাতসমূহ (সম্ভাব্য)	সৌ.রি.	টাকা
১	মক্কা ও মদিনায় হোটেল ভাড়া {(মূল ভাড়া+অতিরিক্ত ২%)+১৭.৫০% ভ্যাট}: (ক) মক্কা (৪,০০০.০০+৮০.০০) = ৪,০৮০.০০+৭১৪.০০= ৪,৭৯৪.০০ সৌ.রি. (খ) মদিনা (৭৬৫.০০+১৫.৩) = ৭৮০.৩০ + ১৩৬.৫৫ = ৯১৬.৮৫ সৌ.রি.	৫,৭১০.৮৫	১,৮৯,৬০০.২২
২	পরিবহন ব্যয় (বাস+ট্রেন, সৌদি আরবে গমনের পর হতে প্রত্যাগমন পর্যন্ত)	১,১৭৫.০০	৩৯,০১০.০০
৩	জমজম পানি (পাঁচ লিটার বোতল)	২৩.০০	৭৬৩.৬০
৪	সার্ভিস চার্জ: মিনা ও আরাফায় মোয়াল্লেম কর্তৃক প্রদত্ত সেবা (তাঁবুতে আবাসন, খাবার ইত্যাদি), গ্রাউন্ড সার্ভিস, নুসুক কার্ড ইত্যাদি বাবদ সার্ভিস চার্জ **(তাঁবুর সার্ভিস প্যাকেজ-৩)**	৩,২০০.০০	১,০৬,২৪০.০০
৫	তাঁবু ভাড়া/ক্যাম্প ফি: মিনার জোন-২	১,২৫০.০০	৪১,৫০০.০০
৬	কুরবানী (সৌদি নুসুক মাসার প্ল্যাটফর্মে পরিশোধযোগ্য)	৭২০.০০	২৩,৯০৪.০০
৭	মক্কা/মদিনায় অনুমোদিত ক্যাটারিং (খাবার) সার্ভিস	১,৪৮০.০০	৪৯,১৩৬.০০
৮	বিবিধ ফি: (ক) ভিসা ফি: ৩০০.০০ সৌ.রি. (খ) ইমারজেন্সি ফি: ১০৫.০০ সৌ.রি. (গ) ইলেক্ট্রনিক সার্ভিস ফি: ৫৯.৮০ সৌ.রি. (ঘ) শিপিং ও ইন্সুরেন্স ফি: ১৩৫.৭০ সৌ.রি.	৬০০.৫০	১৯,৯৩৬.৬০
	সৌদি আরব পর্বের ব্যয়ের উপমোট =	**১৪,১৫৯.৩৫**	**৪,৭০,০৯০.৪২**

ক্রম	সৌদি আরব পর্বের ব্যয়ের খাতসমূহ (সম্ভাব্য)	সৌ. রি.	টাকা
	বাংলাদেশ পর্বের ব্যয়ের খাতসমূহ:		
১	বিমান ভাড়া: বাংলাদেশ-সৌদি আরব-বাংলাদেশ		১,৩০,০০০.০০
২	সার্ভিস চার্জ: আইটি সার্ভিস, আইডি কার্ড, প্রচার ইত্যাদি		৮০০.০০
৩	কল্যাণ তহবিল		২০০.০০
৪	প্রশিক্ষণ ফি		৫০০.০০
৫	হজ গাইড		১৩,৬৭২.৫১
	বাংলাদেশ পর্বের ব্যয়ের উপমোট =		**১,৪৫,১৭২.৫১**
	বাংলাদেশ ও সৌদি পর্বের সর্বমোট ব্যয় =		৬,১৫,২৬২.৯৩ **=৬,১৫,২৬৩.০০**

হজ প্যাকেজ-১ এর রুম আপগ্রেডেশন:

সরকারি মাধ্যমের হজ প্যাকেজ-১ এর হজযাত্রীদের জন্য মক্কা ও মদিনায় বাড়ি/হোটেলে প্রতিরুমে সর্বোচ্চ ৬ সিট থাকবে। তবে নির্ধারিত অর্থ পরিশোধ সাপেক্ষে মক্কা ও মদিনায় ২ সিটের রুম আপগ্রেডেশন এবং অতিরিক্ত ৭৫০ সৌ:রি: (২৪,৯০০ টাকা) পরিশোধ করে শর্ট প্যাকেজের সুবিধা গ্রহণ করা যাবে।

ক্রম	প্যাকেজের ধরন	প্যাকেজ মূল্য জনপ্রতি টাকা	প্রাথমিক নিবন্ধনের সময় প্রদেয় (টাকা)	প্রাক-নিবন্ধন টাকা (সমন্বয়)	চূড়ান্ত নিবন্ধনকালীন প্রদেয় (টাকা)
১	হজ প্যাকেজ-১	৬,১৫,২৬৩	৩,৫০,০০০	২৯,০০০	২,৩৬,২৬৩
২	২ সিটের রুম	৮,০৪,৮৬৩	৩,৫০,০০০	২৯,০০০	৪,২৫,৮৬৩
৩	শর্ট প্যাকেজ	৬,৪০,১৬৩	৩,৫০,০০০	২৯,০০০	২,৬১,১৬৩
৪	শর্ট প্যাকেজ (২ সিটের রুম)	৮,৫৪,৬৬৩	৩,৫০,০০০	২৯,০০০	৪,৭৫,৬৬৩

- ভাড়াকৃত হোটেলে রুমে সিটের প্রাপ্যতা অনুসারে ৪ সিটের রুম ২ সিটে রূপান্তর করে আপগ্রেডেশন হিসাব করা হয়েছে। এক্ষেত্রে উক্তরূপ আপগ্রেডেশন অনুযায়ী সিট বরাদ্দ প্রদান করা না হলে আনুপাতিক হারে অর্থ ফেরত প্রদান করা হবে। রুম আপগ্রেডেশন সুবিধা গ্রহণকারী কাউকে পূর্ব হতে বিদ্যমান (Inbuilt) ২ সিটের রুম বরাদ্দ দেয়া হলে মূল ভাড়ার অতিরিক্ত ৪০% এবং ৩ সিটের রুম বরাদ্দ দেয়া হলে মূল ভাড়ার অতিরিক্ত ৫০% কর্তন করে অবশিষ্ট অর্থ ফেরত প্রদান করা হবে
- আপগ্রেডেশন বলতে শুধুমাত্র মক্কা ও মদিনার হোটেলের রুমের সিট সংখ্যা হ্রাস করা বুঝাবে। হোটেলের অবস্থানসহ প্যাকেজের অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার কোনো পরিবর্তন হবে না
- রুম আপগ্রেডেশনের ক্ষেত্রে এক ভাউচারে ২ জন হজযাত্রী আবশ্যিকভাবে থাকতে হবে

হজ প্যাকেজ-১ এর বৈশিষ্ট্য:

- মক্কায় হারাম শরীফের বহি:চত্বর হতে হোটেলের দূরত্ব আনুমানিক ১.০ হতে ১.৪ কি.মি.
- মদিনায় মার্কাজিয়া এলাকায় আবাসন
- কুরবানীর টাকা প্যাকেজে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে
- মক্কা ও মদিনায় খাবার (সকাল-দুপুর-রাত) সৌদি কর্তৃপক্ষ অনুমোদিত ক্যাটারিং কোম্পানির মাধ্যমে সরবরাহ
- মিনায় জোন-২ এ তাঁবুর অবস্থান এবং মিনা-আরাফায় 'প্যাকেজ-৩' এর সার্ভিসসহ মোয়াল্লেম কর্তৃক খাবার সরবরাহ
- মক্কার হোটেল হতে বাসযোগে মিনার তাঁবুতে এবং মিনা-আরাফা-মুজদালিফা-মিনায় ট্রেনযোগে যাতায়াত
- এ্যাটাচড্ বাথসহ মক্কা ও মদিনায় হোটেলের প্রতি রুমে সর্বোচ্চ ৬ জনের আবাসন
- কক্ষে/ফ্লোরে রেফ্রিজারেটর ও পানির জারের ব্যবস্থা
- রুম/বাথরুম/টয়লেট ইত্যাদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হোটেল কর্তৃপক্ষ করবে। তবে হ্যান্ডওয়াশ/সাবান/টয়লেট পেপার নিজ নিজ।

২। সরকারি মাধ্যমের 'হজ প্যাকেজ-২ (সাশ্রয়ী)' **১ সৌদি রিয়াল = ৩৩.২০ টাকা**

ক্রম	সৌদি আরব পর্বের ব্যয়ের খাতসমূহ	সৌ.রি.	টাকা
১	মক্কা ও মদিনায় বাড়ি/হোটেল ভাড়া {(মূল ভাড়া+অতিরিক্ত ২%)+১৭.৫০% ভ্যাট}: (ক) মক্কা (২,৫৫০.০০+৫১.০০) = ২,৬০১.০০+৪৫৫.১৮= ৩,০৫৬.১৮ সৌ.রি. (খ) সালাওয়াত বাস ৩৫০.০০ সৌ.রি. (গ) মদিনা (৪০০.০০ + ৮.০০) = ৪০৮.০০ + ৭১.৪০ = ৪৭৯.৪০ সৌ.রি.	৩,৮৮৫.৫৮	১,২৯,০০১.২৬
২	পরিবহন ব্যয় (বাস+ট্রেন, সৌদি আরবে গমনের পর হতে প্রত্যাগমন পর্যন্ত)	১,০০০.০০	৩৩,২০০.০০
৩	জমজম পানি (পাঁচ লিটার বোতল)	২৩.০০	৭৬৩.৬০
৪	সার্ভিস চার্জ (১৫% ভ্যাটসহ): মিনা ও আরাফায় মোয়াল্লেম কর্তৃক প্রদত্ত সেবা (তাঁবুতে আবাসন, খাবার ইত্যাদি) বাবদ সার্ভিস চার্জ **(তাঁবুর সার্ভিস প্যাকেজ-৩)**	৩,২০০.০০	১,০৬,২৪০.০০
৫	তাঁবু ভাড়া/ক্যাম্প ফি: মিনার জোন-৫	৩১২.০০	১০,৩৫৮.৪০
৬	কুরবানী (সৌদি নুসুক মাসার প্ল্যাটফর্মে পরিশোধযোগ্য)	৭২০.০০	২৩,৯০৪.০০
৭	মক্কা/মদিনা হোটেলে অনুমোদিত ক্যাটারিং (খাবার) সার্ভিস	১,১৯০.০০	৩৯,৫০৮.০০
৮	বিবিধ ফি: (ক) ভিসা ফি : ৩০০.০০ সৌ.রি. (খ) ইমারজেন্সি ফি: ১০৫.০০ সৌ.রি. (গ) ইলেক্ট্রনিক সার্ভিস ফি: ৫৯.৮০ সৌ.রি. (ঘ) শিপিং ও ইন্সুরেন্স ফি: ১৩৫.৭০ সৌ.রি.	৬০০.৫০	১৯,৯৩৬.৬০
	সৌদি আরব পর্বের ব্যয়ের উপমোট =	**১০,৯৩১.০৮**	**৩,৬২,৯১১.৮৬**

ক্রম	সৌদি আরব পর্বের ব্যয়ের খাতসমূহ	সৌ.রি.	টাকা
	বাংলাদেশ পর্বের ব্যয়ের খাতসমূহ:		
১	**বিমান ভাড়া: বাংলাদেশ-সৌদি আরব-বাংলাদেশ**		**১,৩০,০০০.০০**
২	সার্ভিস চার্জ: আইটি সার্ভিস, আইডি কার্ড, প্রচার ইত্যাদি		৮০০.০০
৩	কল্যাণ তহবিল		২০০.০০
৪	প্রশিক্ষণ ফি		৫০০.০০
৫	হজ গাইড		১১,২৩৬.৬৩
	বাংলাদেশ পর্বের ব্যয়ের উপমোট		**১,৪২,৭৩৬.৬৩**
	বাংলাদেশ ও সৌদি পর্বের সর্বমোট ব্যয়		৫,০৫,৬৪৮.৪৯ **=৫,০৫,৬৪৮.০০**

সরকারি মাধ্যমের 'হজ প্যাকেজ-২' এর বৈশিষ্ট্য:

- হারাম শরীফ হতে মক্কার আবাসনের দূরত্ব: আনুমানিক ২-৩ কি.মি.
- মক্কায় হারাম শরীফে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়ের লক্ষ্যে যাতায়াতের জন্য এসি বাসের (সালাওয়াত) ব্যবস্থা
- মদিনায় মারকাজিয়া এলাকার বাহিরে ৮০০ মিটারের মধ্যে আবাসন
- কুরবানীর টাকা প্যাকেজে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে
- মক্কা ও মদিনায় খাবার (সকাল-দুপুর-রাত) সৌদি কর্তৃপক্ষ অনুমোদিত ক্যাটারিং কোম্পানির মাধ্যমে সরবরাহ
- মিনায় জোন-৫ এ তাঁবুর অবস্থান এবং মিনা-আরাফায় 'প্যাকেজ-৩' এর সার্ভিসসহ খাবার ব্যবস্থা
- মক্কার হোটেল হতে বাসযোগে মিনার তাঁবুতে এবং মিনা-আরাফা-মুজদালিফা-মিনায় ট্রেনযোগে যাতায়াত
- এ্যাটাচড বাথরুমসহ মক্কা ও মদিনায় হোটেলের প্রতি রুমে সর্বোচ্চ ৬ জনের আবাসন
- কক্ষে/ফ্লোরে রেফ্রিজারেটর ও পানির জারের ব্যবস্থা
- হ্যান্ডওয়াশ/সাবান ও টয়লেট পেপার নিজ ব্যবস্থাপনায় ক্রয় করে ব্যবহার করতে হবে।

০৩। সরকারি প্যাকেজের সাধারণ বিষয়াবলি

- নির্ধারিত হজ ফ্লাইটে ইকোনোমি ক্লাসের এয়ার টিকেট
- মক্কা-মদিনা-মিনা-জেদ্দায় বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে ঔষধ ও চিকিৎসা সেবা প্রদান
- হজে গমনের সময় হজক্যাম্প, ঢাকা'র ডরমিটরিতে বিনামূল্যে থাকা ও ক্যাফেটেরিয়াতে নিজ খরচে খাবার ব্যবস্থা
- ৪৪ জন হজযাত্রীর জন্য আরবি ভাষায় দক্ষ, আইটি জ্ঞানসম্পন্ন এবং অভিজ্ঞ একজন হজ গাইডের ব্যবস্থা
- হজযাত্রী ও হজগাইডের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
- ঢাকা হতে সৌদি আরবে গমনকারী হজযাত্রীদের বাংলাদেশ পর্বের বোর্ডিং, চেক-ইন ও ইমিগ্রেশন আশকোনা হজ ক্যাম্পে সম্পন্নকরণ
- মক্কা রোড সার্ভিসের আওতায় সৌদি আরব পর্বের এ্যারাইভাল ইমিগ্রেশন ঢাকায় সম্পন্ন এবং হজযাত্রীদের লাগেজ মক্কা/মদিনার হোটেলে পৌঁছানোর ব্যবস্থা

০৪। বেসরকারি মাধ্যমের সাধারণ হজ প্যাকেজ: ১ সৌদি রিয়াল = ৩৩.২০ টাকা

হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে বেসরকারি মাধ্যমের হজযাত্রীদের জন্য নিম্নরূপ "বেসরকারি মাধ্যমের সাধারণ হজ প্যাকেজ" ঘোষণা করা হলো

ক্রম	সৌদি আরব পর্বের ব্যয়ের খাতসমূহ	সৌ.রি.	টাকা
১	মক্কা ও মদিনায় বাড়ি/হোটেল ভাড়া {(মূল ভাড়া + অতিরিক্ত ২%)+১৭.৫০% ভ্যাট}: (ক) মক্কা (২,৫৫০.০০+৫১.০০) = ২,৬০১.০০ + ৪৫৫.১৮= ৩,০৫৬.১৮ সৌ.রি. (খ) সালাওয়াত বাস ৩৫০.০০ সৌ.রি. (গ) মদিনা (৪০০.০০ + ৮.০০) = ৪০৮.০০ + ৭১.৪০ = ৪৭৯.৪০ সৌ.রি.	৩,৮৮৫.৫৮	১,২৯,০০১.২৬
২	পরিবহন ব্যয় (বাস+ট্রেন)	১,০০০.০০	৩৩,২০০.০০
৩	জমজম পানি (পাঁচ লিটার বোতল)	২৩.০০	৭৬৩.৬০
৪	সার্ভিস চার্জ (১৫% ভ্যাটসহ): মিনা ও আরাফায় মোয়াল্লেম কর্তৃক প্রদত্ত সেবা (তাঁবুতে আবাসন, খাবার ইত্যাদি) বাবদ সার্ভিস চার্জ (তাঁবুর সার্ভিস প্যাকেজ-৩)	৩,২০০.০০	১,০৬,২৪০.০০
৫	তাঁবু ভাড়া/ক্যাম্প ফি: মিনার জোন-৫	৩১২.০০	১০,৩৫৮.৪০
৬	কুরবানী (সৌদি নুসুক মাসার প্ল্যাটফর্মে পরিশোধযোগ্য)	৭২০.০০	২৩,৯০৪.০০
৭	মক্কা/মদিনা হোটেলে অনুমোদিত ক্যাটারিং (খাবার) সার্ভিস	১,১৯০.০০	৩৯,৫০৮.০০
৮	বিবিধ ফি: (ক) ভিসা ফি : ৩০০.০০ সৌ.রি. (খ) ইমারজেন্সি ফি: ১০৫.০০ সৌ.রি. (গ) ইলেক্ট্রনিক সার্ভিস ফি: ৫৯.৮০ সৌ.রি. (ঘ) শিপিং ও ইন্সুরেন্স ফি: ১৩৫.৭০ সৌ.রি.	৬০০.৫০	১৯,৯৩৬.৬০
	সৌদি আরব পর্বের ব্যয়ের উপমোট	১০,৯৩১.০৮	৩,৬২,৯১১.৮৬
	বাংলাদেশ পর্বের ব্যয়ের খাতসমূহ:		
১	বিমান ভাড়া: বাংলাদেশ-সৌদি আরব-বাংলাদেশ		১,৩০,০০০.০০
২	সার্ভিস চার্জ: আইটি সার্ভিস, আইডি কার্ড, প্রচার ইত্যাদি		৮০০.০০
৩	কল্যাণ তহবিল		২০০.০০
৪	প্রশিক্ষণ ফি		৫০০.০০
৫	হজ এজেন্সির মোনাজ্জেম ও সার্ভিস চার্জ		৮,০০০.০০
৬	হজ গাইড		১১,২৩৬.৬৩
বাংলাদেশ পর্বের ব্যয়ের উপমোট			১,৫০,৭৩৬.৬৩
বাংলাদেশ ও সৌদি পর্বের সর্বমোট ব্যয়			৫,১৩,৬৪৮.৪৯ =৫,১৩,৬৪৮.০০

বেসরকারি এজেন্সির প্যাকেজের বৈশিষ্ট্য ও সুবিধাদি:

১. মক্কা-আল-মোকাররমায় পবিত্র মসজিদুল হারামের বহি:চত্বর হতে সর্বোচ্চ ৩ কি.মি. এবং মদিনায় পবিত্র মসজিদে নববী থেকে সর্বোচ্চ ১ কি.মি. এর মধ্যে আবাসন

২. দূরত্ব ২ কি.মি. এর অধিক হলে সৌদি নিয়ম অনুযায়ী সালাওয়াত বাসের ব্যবস্থা থাকবে

৩. কুরবানী ও মক্কা-মদিনার হোটেল/বাড়ীতে অবস্থানকালে খাবার বাবদ ব্যয় প্যাকেজে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে

৪. এ্যাটাচড্ বাথরুমসহ প্রতি রুমে সর্বোচ্চ ৬ জনের আবাসন ব্যবস্থা

৫. মিনায় হজযাত্রীদের তাঁবু জোন-৫ এবং মিনা-আরাফায় 'প্যাকেজ-৩' এর সার্ভিস ও মোয়াল্লেম কর্তৃক খাবার সরবরাহ

৬. মক্কা-মিনা-আরাফা-মুজদালিফায় যাতায়াতের জন্য ট্রেন/বাস (ডাবল ট্রিপ বাস) এর ব্যবস্থা

৭. হজে গমনের সময় হজক্যাম্প, ঢাকা'র ডরমিটরিতে বিনামূল্যে থাকা ও ক্যাফেটেরিয়াতে নিজ খরচে খাবার ব্যবস্থা

৮. ৪৪ জন হজযাত্রীর জন্য ১ জন আরবি ভাষায় দক্ষ, আইটি জ্ঞানসম্পন্ন এবং হজের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হজ গাইডের ব্যবস্থা

৯. ঢাকা হতে সৌদি আরবে গমনকারী হজযাত্রীদের বাংলাদেশ পর্বের বোর্ডিং, চেক-ইন ও ইমিগ্রেশন আশকোনা হজ ক্যাম্পে সম্পন্নকরণ

১০. মক্কা রোড সার্ভিসের আওতায় সৌদি আরব পর্বের এ্যারাভাইল ইমিগ্রেশন হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকায় সম্পন্ন এবং হজযাত্রীদের লাগেজ মক্কা-মদিনার হোটেলে পৌঁছানোর ব্যবস্থা

১১. নির্ধারিত হজ ফ্লাইটে ইকোনোমি ক্লাসের এয়ার টিকেট।

৫। সরকারি ও বেসরকারি উভয় মাধ্যমের হজযাত্রী নিবন্ধনের সাধারণ নিয়মাবলি:

১. ২০২৭ সালের হজের নিবন্ধন ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে শেষ হবে

২. প্রাক-নিবন্ধনের সময় জন্ম নিবন্ধন/জাতীয় পরিচয়পত্র/পাসপোর্ট, নিজস্ব মোবাইল নম্বর, পাসপোর্ট সাইজ ছবি ও হজযাত্রীর ব্যাংক হিসাবের তথ্য প্রয়োজন হবে (একই পরিবারের একাধিক ব্যক্তির একটি একাউন্ট থাকলেও চলবে)

৩. প্রাক-নিবন্ধন ব্যতীত কোনো হজযাত্রী সরাসরি নিবন্ধন করতে পারবেন না

৪. ই-হজ সিস্টেমে প্যাকেজ নির্বাচন করে ৩,৫০,০০০ টাকা জমা দিয়ে হজের প্রাথমিক নিবন্ধন অথবা প্যাকেজের সমুদয় অর্থ জমা দিয়ে চূড়ান্ত নিবন্ধন করা যাবে

৫. হজে গমনের জন্য পাসপোর্টের মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর ২০২৭ পর্যন্ত থাকতে হবে

৬. প্রাথমিক নিবন্ধিত হজযাত্রীকে ১০ ডিসেম্বর ২০২৬ তারিখের মধ্যে প্যাকেজের অবশিষ্ট অর্থ জমা দিয়ে চূড়ান্ত নিবন্ধন করতে হবে অন্যথায় হজযাত্রীর প্রাথমিক নিবন্ধন বাতিল হবে

৭. চূড়ান্ত নিবন্ধন বা প্যাকেজ নির্বাচনের পর প্যাকেজ পরিবর্তন বা আপগ্রেডেশনের আবেদন করা যাবে না

৮. ১৫ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সের শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ ব্যক্তি ২০২৭ সনের হজে গমন করতে পারবেন

৯. ১০ জানুয়ারি ২০২৭ তারিখের মধ্যে হজযাত্রীর ভিসা ইস্যুর জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যসহ পাসপোর্ট আবশ্যিকভাবে সরকারি মাধ্যমের হজযাত্রীকে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের জেলা কার্যালয়/হজক্যাম্প, ঢাকা এবং বেসরকারি মাধ্যমের হজযাত্রীকে এজেন্সির নিকট জমা দিতে হবে

১০. ভিসার আবেদনের পূর্বে বায়োমেট্রিক, হজযাত্রীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা, টিকা, ফিটনেস সনদ গ্রহণ করতে হবে

১১. আদালত বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেশত্যাগ বা সৌদি আরবে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে এমন ব্যক্তি হজে গমন করতে পারবেন না

১২. দুরারোগ্য ব্যাধি যেমন: প্রধান কোনো অঙ্গের অকার্যকারিতা (হৃদযন্ত্র, ফুসফুস, লিভার বা কিডনি), স্নায়ুবিক বা মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত ও ডিমনেশিয়া রোগী, কেমোথেরাপি/বায়োলজিক্যাল থেরাপি/রেডিওথেরাপি নিচ্ছেন এমন সক্রিয় ক্যান্সার রোগী, জনস্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলে এমন সক্রিয় সংক্রামক রোগ যেমন যক্ষ্মা ও হেমোরেজিক ফিভারে আক্রান্ত রোগী এবং গর্ভাবস্থার শেষ দুই মাস ও ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভাবস্থায় হজে গমন করতে পারবেন না

১৩. ৭০ ও তদূর্ধ্ব বয়স্ক ব্যক্তি হজে গমনে ইচ্ছুক হলে অনূর্ধ্ব ৫০ বছর বয়স্ক একজন সুস্থ ও শারীরিকভাবে সামর্থ্যবান হজযাত্রীকে সহযোগিতার জন্য সঙ্গে নিতে হবে

১৪. এক নিবন্ধন ভাউচারে সর্বোচ্চ ১৪ জন হজযাত্রী যুক্ত (গ্রুপ) করা যাবে। এক্ষেত্রে গ্রুপের সকলকে একসঙ্গে হজে গমন করতে হবে

১৫. হজে গমনেচ্ছু প্রবাসী বাংলাদেশীগণ সকল হজযাত্রীর ন্যায় প্রাক-নিবন্ধন ও নিবন্ধন করে হজে গমন করতে পারবেন। বাংলাদেশের হজ কোটা পূরণ না হওয়ায় প্রবাসীদের জন্য পৃথক কোটা নির্ধারণের প্রয়োজন নাই।

৬। হজ পালনের সময়কাল:

১. হজযাত্রীদের সৌদি আরবে অবস্থানকাল হবে আনুমানিক ৩৫-৪০ দিন। তবে GACA অনুমোদিত ফ্লাইট শিডিউল অনুযায়ী হজযাত্রীর সৌদি আরবে অবস্থানকাল চূড়ান্ত হবে

২. শর্ট প্যাকেজে সৌদি আরবে অবস্থানকাল হবে আনুমানিক ২০-২৫ দিন। তবে ফ্লাইট শিডিউল অনুযায়ী হজযাত্রীর সৌদি আরবে অবস্থানকাল চূড়ান্ত হবে

৩. এজেন্সিসমূহের ঘোষিত প্যাকেজে সৌদি আরবে অবস্থানকাল উল্লেখ থাকতে হবে।

৭। সরকারি মাধ্যমে প্রাক-নিবন্ধন ও নিবন্ধন:

- ই-হজ সিস্টেমে (www.hajj.gov.bd) যে কোনো ব্যক্তি ইউজার তৈরিপূর্বক প্রাক-নিবন্ধনের জন্য ভাউচার করতে পারবেন। প্রাক-নিবন্ধন ভাউচারে উল্লিখিত ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) টাকা হজ কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট যে কোনো ব্যাংকে বা অনলাইনে পরিশোধ করে প্রাক-নিবন্ধন সনদ গ্রহণ করতে হবে
- ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয়/জেলা কার্যালয়, বায়তুল মোকাররম, মডেল মসজিদ এবং হজ অফিস, আশকোনা, ঢাকায় প্রাক-নিবন্ধন/প্রাথমিক নিবন্ধন/নিবন্ধন ভাউচার তৈরি করা যাবে
- হজ কল সেন্টার ১৬১৩৬ নম্বরে ফোন করে তথ্য প্রদানের মাধ্যমে হজের প্রাক-নিবন্ধন/প্রাথমিক নিবন্ধন/নিবন্ধন ভাউচার তৈরি করা যাবে

- প্রাক-নিবন্ধিত হজযাত্রী ই-হজ সিস্টেমে ভাউচার তৈরি করে প্রাথমিক নিবন্ধন/নিবন্ধন করতে পারবেন
- প্রাথমিক নিবন্ধন/নিবন্ধন ভাউচারে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ সোনালী ব্যাংকে পরিশোধ করে সনদ গ্রহণ করতে হবে
- প্রাক-নিবন্ধনের জমাকৃত ৩০,০০০.০০ (ত্রিশ হাজার) টাকার মধ্যে প্রাক-নিবন্ধন প্রসেস ফি বাবদ ১,০০০.০০ (এক হাজার) টাকা কর্তনের পর অবশিষ্ট ২৯,০০০.০০ (উনত্রিশ হাজার) টাকা এবং প্রাথমিক নিবন্ধনের জমাকৃত টাকা চূড়ান্ত নিবন্ধনের সময় প্যাকেজ মূল্যের সাথে সমন্বয় করা হবে
- প্রাথমিক-নিবন্ধিত হজযাত্রী ১০ ডিসেম্বর ২০২৬ এর মধ্যে প্যাকেজ মূল্যের সম্পূর্ণ অর্থ জমা প্রদান না করলে তিনি ২০২৭ সনের হজ পালনে ইচ্ছুক নয় বলে গণ্য হবেন এবং তাঁর প্রাথমিক নিবন্ধন বাতিল হবে।

৮। সরকারি মাধ্যমে নিবন্ধন বাতিল ও অর্থ ফেরত প্রদান:

- সরকারি মাধ্যমে ২০২৭ সনে হজে গমনের জন্য প্রাথমিক নিবন্ধন বা প্যাকেজ মূল্য পরিশোধের পর হজে যেতে অপারগ হলে সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবর লিখিত আবেদনপত্র মন্ত্রণালয় বা হজ অফিস, আশকোনা, ঢাকায় জমা করতে হবে। নিবন্ধন বাতিলের আবেদন অনুমোদন হলে ইতোমধ্যে ব্যয়িত অর্থ কর্তনপূর্বক প্রাপ্য অর্থ আবেদনকারীর ব্যাংক হিসাবে ফেরত প্রদান করা হবে
- ১০ ডিসেম্বর ২০২৬ তারিখের পর নিবন্ধন বাতিলের আবেদন করা হলে ইতোমধ্যে ব্যয়িত অর্থ কর্তন করা হবে
- প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে হজযাত্রীর নিবন্ধন বাতিল করা হলে জমাকৃত সম্পূর্ণ অর্থ (প্রাক-নিবন্ধন ব্যতীত) প্রতিস্থাপনকারী হজযাত্রী প্রতিস্থাপিত হজযাত্রীকে প্রদান করবেন
- প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে একই প্যাকেজের আওতাভুক্ত এবং একই জেন্ডারের হজযাত্রী হতে হবে। প্যাকেজ আপগ্রেডেশনকৃত হজযাত্রী প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে একই পরিবারের সদস্য হতে হবে। প্রতিস্থাপনকারীকে আবশ্যিকভাবে প্রাক-নিবন্ধিত হতে হবে।

৯। বেসরকারি মাধ্যমের হজযাত্রী নিবন্ধন ও আর্থিক বিষয়াদি:

১. ২০২৭ সনের হজ কার্যক্রমের যোগ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হজ এজেন্সি ই-হজ সিস্টেমে নির্ধারিত ইউজারের মাধ্যমে হজযাত্রীর প্রাক-নিবন্ধন, প্রাথমিক নিবন্ধন ও চূড়ান্ত নিবন্ধন করে সনদ হজযাত্রীকে প্রদান করবে

২. এজেন্সিসমূহ ই-হজ সিস্টেমে ঘোষিত প্যাকেজ নির্ধারণপূর্বক হজযাত্রীর নিবন্ধন সম্পন্ন করবে। এটি হজযাত্রীর সাথে এজেন্সির চুক্তিপত্র হিসেবে গণ্য হবে। প্যাকেজে সৌদি আরবে প্রদত্ত সেবা সুবিধাদি, অবস্থানকাল, হোটেলের দূরত্ব ও প্যাকেজ মূল্য আবশ্যিকভাবে উল্লেখ থাকতে হবে

৩. ১০ ডিসেম্বর ২০২৬ তারিখের মধ্যে প্যাকেজের অবশিষ্ট অর্থ আবশ্যিকভাবে এজেন্সির নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে ভাউচারের মাধ্যমে জমা করতে হবে। এজেন্সির ব্যাংক একাউন্টের তথ্য হজ পোর্টালে (www.hajj.gov.bd) এজেন্সি প্রোফাইলে পাওয়া যাবে

৪. হজ প্যাকেজের অর্থ হজযাত্রীগণ এজেন্সির নির্ধারিত ব্যাংক একাউন্টে জমা দিবেন। গ্রুপ লিডার বা কোনো প্রতিনিধির ব্যক্তিগত ব্যাংক একাউন্টে হজের অর্থ জমা করা যাবে না

৫. প্রাক-নিবন্ধনের সময় জমাকৃত ৩০,০০০.০০ (ত্রিশ হাজার) টাকা হতে (ক) জমজম পানি (৫ লি. বোতল) বাবদ ২৩.০০ সৌ.রি. সমপরিমাণ ৭৬৩.৬০ টাকা (খ) মক্কা-মদিনায় ২% অতিরিক্ত বাড়ি ভাড়া বাবদ (৫৯.০০ সৌ.রি+ ১৭.৫০% ভ্যাট ১০.৩৩ সৌ.রি) ৬৯.৩৩ সৌ.রি. সমপরিমাণ ২,৩০১.৫৯ টাকা (গ) স্থানীয় সার্ভিস চার্জ ৮০০.০০ টাকা (ঘ) প্রাক-নিবন্ধন প্রসেস ফি ১,০০০.০০ টাকা (ঙ) হজযাত্রীর কল্যাণ তহবিল ২০০.০০ টাকা (ছ) প্রশিক্ষণ ফি ৫০০.০০ টাকা সর্বমোট (৭৬৩.৬০+২,৩০১.৫৯+৮০০.০০+১,০০০.০০+ ২০০.০০+৫০০.০০)= ৫,৫৬৫.১৯ টাকা কর্তনপূর্বক অবশিষ্ট (৩০,০০০.০০-৫,৫৬৫.১৯) ২৪,৪৩৪.৮১ টাকা = ২৪,৪৩৫.০০ (চব্বিশ হাজার চারশত পঁয়ত্রিশ) টাকা হজযাত্রীর সৌদি পর্বের খরচ পরিশোধের জন্য সৌদি আরবে প্রেরণ করা হবে

৬. প্রাথমিক নিবন্ধন বাবদ জমাকৃত ৩,৫০,০০০.০০ (তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা হতে বিমান ভাড়ার ১,৩০,০০০.০০ টাকা সংরক্ষণপূর্বক অবশিষ্ট ২,২০,০০০.০০ টাকা সৌদি আরবে হজযাত্রীর খরচ নির্বাহের জন্য প্রেরণ করা হবে

৭. হজ প্যাকেজের সমুদয় অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে এজেন্সি হজযাত্রীকে পিলগ্রিম আইডি (PID) প্রদান করবে

৮. এজেন্সিসমূহ নিয়োগকৃত হজ গাইড এর প্রাক-নিবন্ধন করে পিআইডি (PID) প্রদান করবে। হজ গাইডের জন্যও হজযাত্রীর ন্যায় অনুচ্ছেদ ০৯(৫) এ বর্ণিত ৫,৫৬৫.১৯ টাকা প্রাক-নিবন্ধনের ৩০,০০০.০০ টাকা হতে কর্তন করে অবশিষ্ট টাকা সৌদি পর্বের খরচ নির্বাহের জন্য প্রেরণ করা হবে

৯. হজযাত্রীর প্রাক-নিবন্ধনের অর্থ হতে ২৪,৪৩৫.০০ টাকা এবং প্রাথমিক নিবন্ধনের অর্থ হতে ২,২০,০০০.০০ টাকা অর্থাৎ মোট ২,৪৪,৪৩৫.০০ টাকা সৌদি আরবে প্রেরণ করা হবে। হজযাত্রীর প্যাকেজ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত অর্থ (প্রযোজ্যক্ষেত্রে) লিড এজেন্সিসমূহকে সৌদি রোডম্যাপ অনুযায়ী ২৪ ডিসেম্বর ২০২৬ তারিখের পূর্বে IBAN এ প্রেরণ করতে হবে।

১০। প্রাক-নিবন্ধন বাতিল/স্থানান্তর/প্রতিস্থাপন ও অন্যান্য করণীয়:

(ক) প্রাক-নিবন্ধন বাতিল ও স্থানান্তর:

১. প্রাক-নিবন্ধিত কোনো হজযাত্রীর প্রাক-নিবন্ধন বাতিল বা এজেন্সি স্থানান্তরের ক্ষেত্রে হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০২২ (সংশোধিত) বিধি ২৮ অনুসরণ করতে হবে। হজ পোর্টালের (www.hajj.gov.bd) আইন ও বিধি মেন্যুতে বিধিমালাটি পাওয়া যাবে

২. এজেন্সি কর্তৃক হজযাত্রীর অনুমতি ছাড়া প্রাক-নিবন্ধন বাতিল বা স্থানান্তর করা হলে তা অনিয়ম বা অসদাচরণ হিসেবে গণ্য হবে। প্রাক-নিবন্ধন বাতিলের সময় হজযাত্রীর মোবাইলে SMS প্রেরণ করা হবে

৩. ইউজার বন্ধ বা নিষ্ক্রিয় এজেন্সির প্রাক-নিবন্ধিত হজযাত্রী স্থানান্তরে হজ অনুবিভাগে হজযাত্রী/এজেন্সির আবেদনের ভিত্তিতে সক্রিয় এজেন্সিতে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে স্থানান্তর করা যাবে। এক্ষেত্রে হজযাত্রীর অনুমতি নিয়ে এজেন্সি আবেদন করবে

৪. কোনো হজযাত্রী প্রাক-নিবন্ধন বাতিলের আবেদন করলে সংশ্লিষ্ট এজেন্সি আবেদন প্রাপ্তির ৭(সাত) দিনের মধ্যে আবেদনটি নিষ্পত্তি করবে। অন্যথায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিষয়টি নিষ্পত্তি করা হবে।

(খ) হজযাত্রীর প্রতিস্থাপন:

১. প্রাথমিক নিবন্ধিত/নিবন্ধিত হজযাত্রীর প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০২২ (সংশোধিত) এর বিধি ১৩ অনুসরণ করতে হবে। হজ পোর্টালের (www.hajj.gov.bd) আইন ও বিধি মেন্যুতে বিধিমালাটি পাওয়া যাবে

২. নিবন্ধিত কোনো হজযাত্রী মৃত্যুবরণ করলে মৃত্যু সনদ ই-হজ সিস্টেমে আপলোডপূর্বক হজযাত্রী প্রতিস্থাপন করা যাবে, তবে এ ক্ষেত্রে প্রতিস্থাপনের সময় মৃত ব্যক্তির পরিবারের সদস্যকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে

৩. নিবন্ধিত হজযাত্রী অসুস্থতার কারণে হজ গমনে অক্ষম বা অপারগ হলে সিভিল সার্জন বা চিকিৎসকের প্রতিবেদন/সনদ এবং হজযাত্রী প্রতিস্থাপনের ফরম (ফরম-৩) অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্য সংশ্লিষ্ট এজেন্সি ই-হজ সিস্টেমে এন্ট্রি করে হজযাত্রী প্রতিস্থাপন করতে পারবে

৪. এজেন্সি কর্তৃক হজযাত্রী প্রতিস্থাপনের সময় প্রতিস্থাপিত হজযাত্রীর সম্মতিপত্র ই-হজ সিস্টেমে আপলোড করতে হবে। পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকার সুপারিশের প্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রতিস্থাপন অনুমোদিত হবে। এক্ষেত্রে, প্রতিস্থাপিত হজযাত্রীর মোবাইলে SMS প্রেরণ করে অবহিত করা হবে।

১১। ভিসা প্রক্রিয়াকরণ:	
১.	সৌদি নুসুক মাসার সিস্টেমে ২৮ জানুয়ারি ২০২৭ তারিখ থেকে ভিসা ইস্যু শুরু হবে এবং ৯ মার্চ ২০২৭ তারিখে শেষ হবে
২.	সৌদি ভিসা বায়ো অ্যাপের মাধ্যমে বায়োমেট্রিক সম্পন্ন করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বায়োমেট্রিক সনদ, পাসপোর্ট সাইজ ছবি, মেডিকেল ফিটনেস সনদ, প্রয়োজনীয় তথ্য ও পাসপোর্ট সরকারি মাধ্যমের হজযাত্রীগণ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের জেলা কার্যালয় বা হজ অফিস, ঢাকা এবং বেসরকারি মাধ্যমের হজযাত্রীগণ সংশ্লিষ্ট এজেন্সির নিকট জমা প্রদান করবেন অন্যথায় হজযাত্রীর হজ পালন অনিশ্চিত হয়ে পড়বে।
৩.	সরকারি মাধ্যমের হজযাত্রীদের ভিসা ও পাসপোর্ট যথাসময়ে হজ অফিস, ঢাকা হতে সরবরাহ করা হবে। এক্ষেত্রে হজযাত্রীর মোবাইলে এসএমএস প্রেরণ করা হবে। বেসরকারি মাধ্যমের হজযাত্রীদের ভিসা ও পাসপোর্ট এজেন্সির নিকট হতে গ্রহণ করতে হবে
৪.	মক্কা ও মদিনায় ভাড়াকৃত বাড়ি/হোটেলের নাম দিয়ে সৌদি ই-হজ সিস্টেমে ভিসা লজমেন্ট করতে হয় বিধায় হজযাত্রীর হোটেল পরিবর্তন করার কোনো সুযোগ থাকবে না

১২। হজ এজেন্সির দায়িত্ব ও কর্তব্য:

১. রাজকীয় সৌদি সরকার নির্ধারিত এজেন্সি প্রতি হজযাত্রীর সর্বনিম্ন কোটা কোনো এজেন্সি এককভাবে বা সমন্বয়ের মাধ্যমে পূরণ করলে সেই এজেন্সি/লিড এজেন্সি সৌদি আরবে হজযাত্রী প্রেরণ করতে পারবে

২.	হজযাত্রী নিবন্ধনের পূর্বে যোগ্য তালিকাভূক্ত এজেন্সিসমূহ পারস্পরিক সমন্বয়ের ভিত্তিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গ্রুপ (এলায়েন্স) গঠন করবে। এ সংক্রান্ত নির্দেশনা হজ অনুবিভাগ হতে যথাসময়ে জারি করা হবে
৩.	সরকার অনুমোদিত "বেসরকারি মাধ্যমের সাধারণ হজ প্যাকেজ" প্রত্যেক এজেন্সি গ্রহণ করবে
৪.	হোটেল/বাড়ির মান ও দূরত্ব, তাঁবুর জোন ও মিনা-আরাফাতে সার্ভিস প্যাকেজ বিবেচনায় গ্রুপের (এলায়েন্স) সকল এজেন্সি আলোচনা ও পরামর্শক্রমে অতিরিক্ত সর্বোচ্চ তিনটি হজ প্যাকেজ ঘোষণা করতে পারবে
৫.	হজ পোর্টালে প্রদর্শিত প্যাকেজ ই-হজ সিস্টেমে নির্বাচন ব্যতিরেকে কোনো হজযাত্রী নিবন্ধনের সুযোগ থাকবে না
৬.	গ্রুপের (এলায়েন্স) এজেন্সিসমূহ ২৮ জুলাই ২০২৬ তারিখের মধ্যে লিড এজেন্সি নির্বাচন করে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে
৭.	মন্ত্রণালয়ের অনুমতি ব্যতীত গ্রুপ পরিবর্তন করা যাবে না। হজ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য গ্রুপ/লিডের অন্তর্ভুক্ত হওয়া বাধ্যতামূলক
৮.	হজযাত্রীর সৌদি পর্বের খরচ নির্বাহের জন্য প্রাথমিক নিবন্ধনের অর্থ হতে বিমান ভাড়ার অর্থ সংরক্ষণপূর্বক অবশিষ্ট অর্থ সোনালী ব্যাংক রমনা কর্পোরেট শাখার AGENCY PILGRIMS FUND PAYBLE TO KSA শিরোনামের হিসাবে স্থানান্তর করতে হবে
৯.	সমন্বয়কারী এজেন্সির ব্যাংক হিসাবে সংরক্ষিত বিমান ভাড়ার অর্থ লিড এজেন্সির হজ কার্যক্রমের জন্য নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে যথাসময়ে প্রেরণ করতে হবে। এ বিষয়ে যথাসময়ে সরকারি আদেশ জারি করা হবে
১০.	হজযাত্রীর বিমান ভাড়ার জন্য লিড এজেন্সি কর্তৃক হজযাত্রী প্রতি ১,৩০,০০০.০০ টাকা হিসাবে ই-হজ সিস্টেমে ভাউচার তৈরি করে এয়ারলাইন্স বরাবরে পে-অর্ডার করতে হবে
১১.	হজ প্যাকেজের অবশিষ্ট অর্থ সমন্বয়কারী এজেন্সি লিড এজেন্সির নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে ই-হজ সিস্টেমে ভাউচার তৈরি করে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৬ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করবে। এর ব্যত্যয়ে সমন্বয়কারী এজেন্সির অনিয়ম হিসেবে গণ্য হবে
১২.	হজযাত্রীর প্যাকেজ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত অর্থ (প্রযোজ্যক্ষেত্রে) লিড এজেন্সি সৌদি রোডম্যাপ অনুযায়ী ২৪ ডিসেম্বর ২০২৬ তারিখের পূর্বে ই-হজ সিস্টেমে ভাউচার তৈরির মাধ্যমে IBAN হিসাবে সৌদি আরবে প্রেরণ নিশ্চিত করবে
১৩.	রাজকীয় সৌদি সরকার কর্তৃক ঘোষিত রোডম্যাপ অনুযায়ী ২৩ জানুয়ারি ২০২৭ তারিখের মধ্যে সৌদি ই-হজ সিস্টেমে নিবন্ধন করে তাঁবু গ্রহণ, সার্ভিস প্যাকেজ, ক্যাটারিং, মক্কা ও মদিনায় বাড়ি/হোটেল ভাড়া এবং পরিবহন কোম্পানির সাথে চুক্তি সম্পন্ন করতে হবে
১৪.	হজযাত্রীর বায়োমেট্রিক, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, টিকা, ফিটনেস সনদ গ্রহণ করে ২৮ জানুয়ারি ২০২৭ তারিখ হতে ভিসার আবেদন করতে হবে। এজেন্সিকে ০৯ মার্চ ২০২৭ তারিখের পূর্বেই নিবন্ধিত সকল হজযাত্রীর ভিসার আবেদন নুসুক মাসার সিস্টেমে সাবমিট নিশ্চিত করতে হবে
১৫.	একটি এজেন্সি ন্যূনতম ৪৪ জন হজযাত্রী নিবন্ধন করবে অর্থাৎ ১ জন গাইডের সমসংখ্যক হজযাত্রী হলে সেই এজেন্সি সমন্বয় করতে পারবে অন্যথায় লিডের আওতাধীন অন্য যে কোনো এজেন্সিতে স্থানান্তর (Transfer) করে হজযাত্রীর হজ পালন নিশ্চিত করবে

১৬.	লিড/ সমন্বয়কারী এজেন্সিকে ই-হজ সিস্টেমে সকল হজযাত্রীর মক্কা-মদিনার বাড়ি, ফ্লাইট, মক্তব, মাশায়ের ইত্যাদি তথ্য যথাসময়ে এন্ট্রি করতে হবে
১৭.	কোনো এজেন্সির হজযাত্রী কম থাকলে বা লাইসেন্স চালাতে অপারগ হলে বা লাইসেন্স বাতিল বা স্থগিত হলে বা শাস্তিপ্রাপ্ত হলে বা সৌদি সরকার কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা প্রাপ্ত হলে ঐ এজেন্সি হজযাত্রীদের সম্মতিক্রমে অন্য এজেন্সিতে স্থানান্তর (Transfer) করতে হবে। এ ক্ষেত্রে নিবন্ধনের সমুদয় অর্থ স্থানান্তর গ্রহণকারী এজেন্সির ব্যাংক হিসাবে প্রদান করতে হবে
১৮.	প্রবাসী হজযাত্রীগণ সৌদি আরবের নির্দেশনা অনুযায়ী হজ পালনের জন্য সৌদি আরবে গমন করবেন
১৯.	এজেন্সির নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে হজযাত্রীর জমাকৃত অর্থের বিপরীতে ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণ করা যাবে না। ঋণ গ্রহণ প্রমাণিত হলে এজেন্সির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে
২০.	হজ এজেন্সিসমূহ পরিচালক, হজ অফিস, আশকোনা, ঢাকা এবং এয়ারলাইন্সসমূহের সাথে আলোচনার মাধ্যমে হজযাত্রীর হজে প্রেরণের তারিখ চূড়ান্ত করে বিমান টিকেট সংগ্রহ করবে। এক ফ্লাইটে কমপক্ষে একজন গাইডের সমসংখ্যক হজযাত্রী (৪৪+১) প্রেরণ করতে হবে
২১.	কোনো এজেন্সির সকল হজযাত্রীকে প্রি-হজ ফ্লাইট সিডিউলের শুরু বা শেষের দিকে একসাথে সৌদি আরবে প্রেরণ করা যাবে না অর্থাৎ মন্ত্রণালয়ের বণ্টনকৃত কোটা অনুযায়ী প্রেরণ করতে হবে
২২.	প্রি-হজ ফ্লাইট সিডিউলের মধ্যবর্তী পর্যায়ে (১১ দিন) একটি এজেন্সির মোট হজযাত্রীর কমপক্ষে ২০ শতাংশ হজযাত্রী সৌদি আরব প্রেরণ করতে হবে
২৩.	সমন্বয়কারী এজেন্সি সরাসরি বিমান টিকেটের পে-অর্ডার করতে পারবে না। লিড এজেন্সি সমন্বয়কারী এজেন্সির সাথে আলোচনা সাপেক্ষে হজযাত্রীর বিমান টিকেটের জন্য ই-হজ সিস্টেমে ভাউচার তৈরি করে এয়ারলাইন্স বরাবর পে-অর্ডার করবে। এক্ষেত্রে লীড এজেন্সি সমতারভিত্তিতে সমন্বয়কারী এজেন্সিসমূহের মধ্যে টিকেট বণ্টন নিশ্চিত করবে।
২৪.	রাজকীয় সৌদি সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফ্লাইট যাত্রার কমপক্ষে ৪৮ ঘন্টা পূর্বে হজযাত্রীর প্রি-এ্যারাইভাল ডাটা লিড এজেন্সি কর্তৃক সৌদি ই-হজ সিস্টেমে এন্ট্রি করতে হবে। সমন্বয়কারী এজেন্সি প্রয়োজনীয় তথ্য যথাসময়ে প্রদান নিশ্চিত করবে। এর ব্যত্যয়ে এজেন্সির দায়িত্ব অবহেলার জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে
২৫.	হজযাত্রীর বিমান টিকেট ও পাসপোর্টের সাথে ভিসা সংযুক্ত করে একসাথে হজযাত্রীকে দিতে হবে। হজযাত্রীর বাড়ি চিহ্নিত করার লক্ষ্যে বাড়িভিত্তিক স্টিকার/RFID ট্যাগ লাগেজে সংযুক্ত নিশ্চিত করতে হবে। প্রত্যেক লিড এজেন্সি HMIS সিস্টেমে ট্রিপ মেনুতে ‘লাগেজ ট্যাগ’ ফরমটি হজ ফ্লাইটের কমপক্ষে ১২ ঘণ্ট পূর্বে আবশ্যিকভাবে পূরণ করবে
২৬.	কোনো হজযাত্রীর জন্য ফ্রি টিকেট ব্যবহার করা হলে সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সি হজ পোর্টালে তথ্য প্রদান করবে যাতে কোটার তথ্য সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়

২৭. মোনাজ্জেম এজেন্সির প্রতিনিধি হিসেবে এজেন্সির সকল হজযাত্রীর হজ পালনের যাবতীয় কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করবেন। কোনো হাজী/লাগেজ হারিয়ে গেলে তাৎক্ষণিকভাবে বাংলাদেশ হজ অফিস, মক্কা/মদিনা/জেদ্দাকে অবহিত করবেন এবং উদ্ধারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন

২৮. প্রত্যেক হজ এজেন্সি ৪৪ জন হজযাত্রীর জন্য আরবি ভাষায় দক্ষ, আইটি জ্ঞানসম্পন্ন এবং হজের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন হজ গাইড নিয়োগ করবে। ই-হজ সিস্টেমে হজ গাইড এসাইন করার সময় হজের অভিজ্ঞতাসহ পাসপোর্টের তথ্য প্রয়োজন হবে। ই-হজ সিস্টেমের HMIS এর ট্রিপ অপশনে গাইডের সাথে হজযাত্রী সংযুক্ত করে তথ্য এন্ট্রি করতে হবে

২৯. মিনা-আরাফাহ-মুজদালিফা, জামারাসহ হজের সফরে একজন গাইড তার আওতাধীন সকল হজযাত্রীর দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবেন

৩০. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণে হজ গাইডকে আবশ্যিকভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে। হজ গাইডের প্রশিক্ষণে যৌক্তিক কারণ ব্যতীত অংশগ্রহণ না করলে বা প্রশিক্ষণে গাইডের পরিবর্তে হজযাত্রীকে প্রেরণ করা হলে তা এজেন্সির অনিয়ম হিসেবে গণ্য করা হবে

৩১. কোনো এজেন্সি/লিড এজেন্সির স্বত্বাধিকারী বা মোনাজ্জেম এজেন্সির কোনো হাজী সৌদি আরব রেখে এবং বাংলাদেশ হজ অফিস, মক্কা/মদিনাকে অবহিত না করে বাংলাদেশে আসতে পারবে না

৩২. হজযাত্রী মক্কা/মদিনায় পৌঁছার পর এজেন্সির স্বত্বাধিকারী/মোনাজ্জেম ও হজ গাইডের সৌদি আরবের মোবাইল নম্বরসহ প্রয়োজনীয় তথ্য আবশ্যিকভাবে ই-হজ সিস্টেমে এন্ট্রি করতে হবে

৩৩. প্রত্যেক এজেন্সি হজ প্যাকেজ, মোনাজ্জেমের নাম ও মোবাইল নম্বর, মক্কা ও মদিনায় হজযাত্রীদের জন্য ভাড়াকৃত হোটেল/বাড়ির নাম ও ঠিকানা, হজযাত্রীর নাম, পাসপোর্ট নম্বর ইত্যাদি তথ্য নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে

৩৪. প্রাথমিক নিবন্ধিত বা PID প্রাপ্ত কোনো হজযাত্রীর লিখিত অনুমতি ছাড়া নিবন্ধন বাতিল/প্রতিস্থাপন করা যাবে না

৩৫. নুসুক মাসার সিস্টেমে এজেন্সির একাধিক সাব-ইউজার তৈরি করা হলে লিড এজেন্সির ইউজার হতে বাড়ি ভাড়া, সার্ভিস কোম্পানির চুক্তিসহ যাবতীয় পেমেন্ট প্রদান করতে হবে

৩৬. সৌদি আরবের সার্ভিস কোম্পানি ও মক্তবের সঙ্গে সমন্বয় এবং নুসুক মাসার সিস্টেমে তথ্য হালনাগাদ করে সৌদি পর্বের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে

৩৭. সৌদি সরকারের আইন অনুযায়ী অবৈধ মালামাল/দ্রব্যাদি হজযাত্রী পরিবহন করছেন না এজেন্সি বিষয়টি নিশ্চিত করবে।

১৩। সরকারি ও বেসরকারি উভয় মাধ্যমের হজযাত্রীদের জন্য প্রযোজ্য শর্তাবলি ও করণীয়:

১. ১০ ডিসেম্বর ২০২৬ তারিখের মধ্যে প্রাথমিক নিবন্ধিত হজযাত্রীকে আবশ্যিকভাবে চূড়ান্ত নিবন্ধন করতে হবে

২. চূড়ান্ত নিবন্ধনকালে ই-হজ সিস্টেমে ভাউচার প্রস্তুতপূর্বক প্যাকেজের অবশিষ্ট অর্থ সরকারি মাধ্যমের হজযাত্রী সোনালী ব্যাংকের নির্ধারিত হিসাবে এবং বেসরকারি মাধ্যমের হজযাত্রী সংশ্লিষ্ট এজেন্সির ব্যাংক হিসাবে জমা নিশ্চিত করবেন

৩. প্রাক-নিবন্ধনের জমাকৃত অর্থ হতে প্রসেস ফি বাবদ ১,০০০ টাকা কর্তন করা হবে

৪. নিবন্ধনের সময় হজের ধরন (তামাত্তু/ইফরাদ/কিরান), প্রশিক্ষণ ও টিকা গ্রহণের জেলা নির্বাচন করতে হবে

৫. সরকারি হাসপাতালে বা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত বেসরকারি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে হজযাত্রীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পন্ন করে টিকা কেন্দ্রে রিপোর্ট জমাপূর্বক মেনিনজাইটিস ও ইনফ্লুয়েঞ্জা টিকা গ্রহণ করতে হবে। দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত নন মর্মে সিভিল সার্জন বা নির্ধারিত চিকিৎসক কর্তৃক ফিটনেস সনদ গ্রহণ করতে হবে। হজ পোর্টালে হজযাত্রীর ট্র্যাকিং নম্বর দিয়ে ফিটনেস সনদ ডাউনলোড করা যাবে

৬. প্রবাসী হজযাত্রীগণকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও টিকা নিয়ে ই-হজ সিস্টেমে মেডিকেল ফিটনেস সদন গ্রহণ করে ভিসা আবেদন করতে হবে এবং সৌদি সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী হজ পালনে সৌদি আরব গমন করতে হবে।

৭. একজন হজযাত্রী সর্বোচ্চ ২টি ট্রলিব্যাগে (দৈর্ঘ্য ৬৫ সেমি, প্রস্থ ৪৫ সেমি এবং উচ্চতা ২৫ সেমি) ৪৬ কেজি (প্রতিটি ব্যাগে সর্বোচ্চ ২৩ কেজি করে) ওজন এবং একটি ৭ কেজি ওজনের হ্যান্ড ব্যাগ (দৈর্ঘ্য ৪৫ সেমি, প্রস্থ ৩৫ সেমি এবং উচ্চতা ২০ সেমি) সঙ্গে নিতে পারবেন। ট্রলিব্যাগে হজযাত্রীর নাম, পাসপোর্ট নম্বর, whatsapp যুক্ত মোবাইল নম্বর, এজেন্সি/গাইডের মোবাইল নম্বর ইংরেজিতে লিখতে হবে। হ্যান্ড ব্যাগে ১ সেট ইহরামের কাপড়, নিত্যব্যবহার্য ঔষধ এবং ব্যবহার্য কাপড় নেয়া জরুরি

৮. সৌদি সরকারের আইন অনুযায়ী হজযাত্রীর লাগেজে নেশা-জাতীয় ঔষধ, তামাক পাতা, জর্দা, গুল, শুঁটকি, গুড়, রান্না করা খাবার, পঁচনশীল দ্রব্য ইত্যাদি পরিবহন করা নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধ পণ্য বহন করলে এয়ারপোর্টে আটক হওয়ার আশঙ্কা থাকবে

৯. মক্কা-মদিনায় হজযাত্রীদের জন্য সাধারণ চিকিৎসা সেবা ও ঔষধ সরবরাহের ব্যবস্থা থাকে। তবে ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপের মত অসুস্থতার জন্য প্রেসক্রিপশনসহ নিয়মিত সেবন করতে হয় এরূপ ঔষধ, স্ট্রিপ ইত্যাদি অবশ্যই (কমপক্ষে ৫০ দিনের) সঙ্গে নিবেন

১০. ঢাকার হজযাত্রীগণ হজ ফ্লাইট সময়ের কমপক্ষে ৬ ঘণ্টা পূর্বে এবং ঢাকার বাইরের হজযাত্রীগণ কমপক্ষে ১ দিন পূর্বে ঢাকাস্থ আশকোনা হজক্যাম্পে আগমন করবেন। হজক্যাম্প ডরমেটরিতে বিনামূল্যে থাকা এবং নিজ খরচে ক্যান্টিনে খেতে পারবেন

১১. মক্কা রোড সার্ভিসের আওতায় ঢাকা হতে সৌদি আরবে গমনকারী হজযাত্রীদের বোর্ডিং ও ইমিগ্রেশন হজ ক্যাম্প, আশকোনা এবং সৌদি আরবের ইমিগ্রেশন হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সম্পন্ন হবে। লাগেজ সরাসরি জেদ্দা/মদিনা বিমানবন্দর হতে হজযাত্রীর হোটেল/বাড়িতে পৌঁছানো হবে

১২. সৌদি আরবে হজযাত্রীকে Nusuk Card (হজের অনুমতি কার্ড), মোয়াল্লেম কার্ড (হজযাত্রী এবং তাঁবুর তথ্য সম্বলিত কার্ড), হোটেলের কার্ড ও বাংলাদেশ থেকে প্রদত্ত হজযাত্রীর পরিচয়পত্র সার্বক্ষণিক সঙ্গে রাখতে হবে। Nusuk Card ব্যতীত কোনো হজযাত্রী হোটেলের বাইরে বের হলে সৌদি পুলিশ কর্তৃক আটক হওয়ার আশংকা থাকবে। Nusuk Card সতর্কতার সাথে সংরক্ষণ করতে হবে, হারানো যাবে না

১৩. www.hajj.gov.bd হতে ও ১৬১৩৬ নম্বরে ফোন করে হজ সংক্রান্ত তথ্যাদি জানা যাবে। সৌদি আরবে অবস্থানকালে হজযাত্রীর পরিচয়পত্রের পেছনে প্রদর্শিত নম্বরে ফোন করে তথ্য জানা যাবে এবং অভিযোগ করা যাবে

১৪. মিনা-আরাফাহ-মুজদালিফা-জামারার কার্যাবলী হজগাইডের সাথে দলগতভাবে সম্পন্ন করতে হবে। বিশেষত কংকর নিক্ষেপের জন্য জামারায় গমন, তাঁবুতে প্রত্যাগমন বা মক্কায় একাকী গমন পরিহার করতে হবে। হারিয়ে গেলে আতঙ্কিত না হয়ে বাংলাদেশ হজ মিশন অফিসে গমন করতে হবে। প্রয়োজনে হটলাইন নম্বর (০০৯৬৬৮০০১১৬০০২৯) এ ফোন করতে হবে

১৫. সৌদি আরবে অবস্থানকালে রাজনীতি, বিক্ষোভ প্রদর্শন, মানববন্ধন, ভিক্ষাবৃত্তি, চুরিসহ সকল প্রকার অনৈতিক এবং অপরাধমূলক কাজের জন্য সৌদি সরকারের আইনানুগ ব্যবস্থা প্রযোজ্য হবে

১৬. রাজকীয় সৌদি সরকারের পুলিশ, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য বা হজ ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তির কাজে বাধা প্রদান বা খারাপ আচরণ করা যাবে না। এর ব্যত্যয়ে হজযাত্রী গ্রেপ্তার হওয়ার আশঙ্কা থাকবে

১৭. হজের সফরে মৃত্যুবরণকারী হজযাত্রীর ফিঙ্গার প্রিন্ট নিয়ে সৌদি কর্তৃপক্ষ রাজকীয় সৌদি সরকারের নিয়ম অনুযায়ী লাশ সৌদি আরবে দাফন করে। এ বিষয়ে মৃতের পরিবার/স্বজনদের আপত্তি উত্থাপনের কোনো সুযোগ নেই। হজ শেষে মৃত্যু সনদ হজ অফিস, ঢাকার মাধ্যমে মৃতের পরিবার/ওয়ারিশ/বৈধ প্রতিনিধির নিকট হস্তান্তর করা হয়

১৮. লাগেজ হারানো গেলে বাংলাদেশ হজ অফিস জেদ্দা/মক্কা/মদিনায় সরাসরি বা এজেন্সির মোনাজ্জেম/গাইডের মাধ্যমে অবহিত করতে হবে। দেশে ফেরার পথে লাগেজ হারানো গেলে এ সংক্রান্ত তথ্যাদি এয়ারপোর্টের “লস্ট এন্ড ফাউন্ড” সেকশনে জানাতে হবে

১৯. মক্কা ও মদিনায় স্থাপিত মেডিকেল সেন্টার হতে হজযাত্রীগণ বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা ও ঔষধ গ্রহণ করতে পারবেন

২০. হজ পোর্টালে (www.hajj.gov.bd) “হজযাত্রীর তথ্য যাচাই” অপশনে পাসপোর্ট/ ট্র্যাকিং নম্বর দিয়ে অনুসন্ধান (সার্চ) করে হজযাত্রীর নিবন্ধনসহ হজ সংশ্লিষ্ট তথ্য পাওয়া যাবে

২১. হজ পোর্টালের মাধ্যমে অনলাইনে অভিযোগ প্রদান করা যাবে। অভিযোগের শুনানীতে অভিযোগকারীকে প্রয়োজনীয় প্রমাণাদি উপস্থাপন করতে হবে

২২. হজযাত্রার অনুমতিপত্র হজ ফ্লাইটের পূর্বে হজ এজেন্সির নিকট হতে সংগ্রহ অথবা ই-হজ সিস্টেম হতে ডাউনলোড করে সঙ্গে রাখতে হবে

২৩. হজ ব্যবস্থাপনার কোনো পর্যায়ে কোনো মিথ্যা তথ্য প্রদান করলে হজযাত্রীর নিবন্ধন বাতিল হবে এবং দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট হজযাত্রী এবং হজ এজেন্সিকে বহন করতে হবে

২৪. প্রত্যেক হজযাত্রীর নিজস্ব মোবাইল নম্বরসহ স্মার্ট ফোন থাকতে হবে, মোবাইল ফোনে রোমিং সুবিধা গ্রহণ না করলে সৌদি আরবে পৌঁছানোর পর মোবাইল সিম সংগ্রহ করে ইন্টারনেট সচল রাখতে হবে

২৫. হজ সফরের যে কোনো সময় হজযাত্রীর পাসপোর্ট মোয়াল্লেম অফিস হতে ফেরত নেয়া হলে পরবর্তীতে সব দায়-দায়িত্ব হজযাত্রীকে বহন করতে হবে

২৬. একা চলাফেরার পরিবর্তে দলগতভাবে চলাফেরা, পাহাড়-পর্বতে আরোহণ হতে বিরত থাকা এবং রাস্তা পারাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রত্যেক হজযাত্রীর জন্য জরুরি

২৭. সৌদি রিয়াল, পাসপোর্ট, ভিসা ও বিমান টিকেটসহ মূল্যবান দ্রব্যাদি নিজ দায়িত্বে সতর্কতার সঙ্গে সংরক্ষণ করতে হবে

২৮. হজ শেষে দেশে ফেরার সময় লাগেজে নির্ধারিত ওজনের বেশি মালামাল নেয়া যাবে না। লাগেজে জমজম পানি বহনে সৌদি সরকারের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। পানিসহ কোনো অবৈধ মালামাল লাগেজে বহন করা যাবে না

২৯. মৃত্যু বা গুরুতর অসুস্থতার কারণে হজে যেতে সক্ষম না হলে জমাকৃত অর্থের অব্যয়িত অংশ ফেরত প্রদান করা হবে

৩০. বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা হজের সময় সঙ্গে নেয়া যাবে

৩১. ২৫ জিলক্বদ ১৪৪৮ হিজরির পরে কোনো হজযাত্রী মক্কা কিংবা জেদ্দা থেকে সড়ক পথে মদিনায় গমন করতে পারবেন না ৫ জিলহজের পরে কোনো হজযাত্রী মদিনা-আল-মুনাওয়ারায় অবস্থান করতে পারবেন না

৩২. হজের পরে ১৪ জিলহজের পূর্বে কোনো হজযাত্রী মক্কা-আল-মোকাররমা থেকে মদিনা-আল-মুনাওয়ারায় গমন করতে পারবেন না

১৪। বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ এবং এয়ারলাইন্সের করণীয়:

১. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত এয়ারলাইন্স তাদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত কোটা অনুযায়ী হজযাত্রী পরিবহন করবে

২. এয়ারলাইন্সসমূহ হজ চুক্তি এবং বরাদ্দকৃত কোটা অনুযায়ী সৌদি আরবের জেদ্দা ও মদিনা বিমানবন্দরের মাধ্যমে নির্ধারিত সংখ্যক হজযাত্রীর গমনাগমন নিশ্চিত করবে

৩. এয়ারলাইন্সসমূহ সরকার নির্ধারিত ভাড়ায় হজ ফ্লাইটে হজযাত্রী পরিবহন করবে। হজ ফ্লাইটে কোনো হজযাত্রীর নিকট থেকে বিজনেস ক্লাস/ ফ্রন্ট কেবিনের জন্য অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করা যাবে না

৪. হজযাত্রীর কোটা বরাদ্দ প্রদানের ৭ দিনের মধ্যে হজযাত্রী পরিবহনকারী এয়ারলাইন্সসমূহ সংশ্লিষ্ট অফিসসমূহের সাথে সমন্বয় করে ফ্লাইট সিডিউলের খসড়া প্রণয়নপূর্বক অনুমোদনের জন্য GACA-য় প্রেরণ করবে

৫. GACA ও বেবিচক অনুমোদিত ফ্লাইট সিডিউল এয়ারলাইন্সসমূহ ১২ নভেম্বর ২০২৬ খ্রি. তারিখের মধ্যে প্রকাশ করে নিজস্ব ওয়েবসাইট ও হজ পোর্টালে আপলোড করবে

৬. এয়ারলাইন্সসমূহ এজেন্সির নিকট হতে টিকেটের চাহিদা প্রাপ্তির ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে টিকেট প্রদানের সিদ্ধান্ত জানাবে এবং পে-অর্ডার প্রাপ্তির পর অনতিবিলম্বে এজেন্সির অনুকূলে PNR প্রেরণ নিশ্চিত করবে

৭. এয়ারলাইন্সসমূহ কেবলমাত্র এজেন্সির পে-অর্ডার গ্রহণের মাধ্যমে হজযাত্রীর টিকেট ইস্যু নিশ্চিত করবে। কোনোভাবে নগদ অর্থ, ই-হজ সিস্টেম বহির্ভূত ইস্যুকৃত পে-অর্ডার গ্রহণ করবে না। এয়ারলাইন্সের নির্ধারিত কোটার অতিরিক্ত পে-অর্ডার এজেন্সি হতে গ্রহণ করতে পারবে না

৮. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ফ্লাইট সিডিউলের পর্যায়ভিত্তিক বণ্টনকৃত কোটা অনুসরণ করে এয়ারলাইন্সসমূহ এজেন্সির পে-অর্ডার গ্রহণ করবে। প্রি-হজ ফ্লাইট সিডিউলের ১ম পর্যায়ের প্রথম ৪/৫ দিন এবং ৩য় পর্যায়ের শেষের ৩/৪ দিন টিকেটের চাহিদা বেশি হলে এজেন্সির চাহিদার আনুপাতিক হারে ই-হজ সিস্টেমের মাধ্যমে পে-অর্ডার গ্রহণ করবে।

৯. প্রি-হজ ফ্লাইট সিডিউলের মধ্যবর্তী পর্যায়ে (১১ দিন) একটি এজেন্সির মোট হজযাত্রীর কমপক্ষে ২০% টিকেট ইস্যুকরণ এলারলাইন্সসমূহ নিশ্চিত করবে

১০. এজেন্সির অনুকূলে টিকেট ইস্যু করে এয়ারলাইন্সসমূহ নিজস্ব ওয়েবসাইটসহ ই-হজ সিস্টেমে আবশ্যিকভাবে Entry করবে। টিকেট ইস্যুর সঙ্গে সঙ্গে টিকিট নম্বর ও ফ্লাইট নম্বর দিয়ে হজযাত্রীকে SMS প্রদান করবে

১১. সৌদি নুসুক মাসার সিস্টেমে প্রি-অ্যারাইভাল ডাটা প্রদান নিশ্চিতকরণে এয়ারলাইন্সসমূহ ফ্লাইট ছাড়ার ২৪ ঘণ্টা পূর্বে প্রথমবার এবং ফ্লাইট ছাড়ার সাথে সাথে দ্বিতীয়বার Passenger Name List (PNL) সঠিক ফর্মেটে ই-হজ সিস্টেমে আপলোড করবে। প্রি-হজ এবং পোস্ট হজ উভয় পর্বের জন্য এটি প্রযোজ্য হবে

১২. এয়ারলাইন্সের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ই-হজ সিস্টেমে ইউজার আইডি তৈরি, সিস্টেমে ফ্লাইট এন্ট্রি/পে-অর্ডার গ্রহণ/টিকিট বিক্রয়/ PNL ডাটা প্রদান এবং ফ্লাইট স্ট্যাটাস হালনাগাদ করবে। ফ্লাইট সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য-উপাত্ত হজ পোর্টালে লাইভ প্রদর্শনের লক্ষ্যে এয়ারলাইন্সসমূহ বিষয়টি মনিটরিং করবে

১৩. এয়ারলাইন্সসমূহ ই-হজ সিস্টেমে তথ্য প্রদান, হজযাত্রীকে SMS প্রদান ও অন্যান্য সেবা প্রস্তুতি হজ ফ্লাইট শুরুর ১ (এক) মাস পূর্বে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে লিখিতভাবে অবহিত করবে

১৪. বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় হজযাত্রী পরিবহনের কার্যক্রম নিবিড়ভাবে তদারকির জন্য টাস্ক ফোর্স গঠন করবে

১৫. হজে গমনের পূর্বে হজযাত্রীর মৃত্যু হলে এয়ারলাইন্স টিকেটের সমুদয় অর্থ ফেরত প্রদান করবে। মৃত্যুবরণকারী হজযাত্রীর সহগামী হিসেবে নিবন্ধিত পরিবারের কোনো সদস্য হজে গমন না করলে তার/ তাদের বিমান ভাড়ার অর্থ ফেরত প্রদান করতে হবে। সৌদি আরবে হজযাত্রীর মৃত্যু হলে ৫০ শতাংশ ভাড়া মৃত্যুবরণকারীর পরিবারকে ফেরত দিতে হবে

১৬. দুর্ঘটনা/ গুরুতর অসুস্থতা/ ভিসা জটিলতা/ অন্য কোনো যৌক্তিক কারণে নির্ধারিত ফ্লাইটে কোনো হজযাত্রীর গমন সম্ভব না হলে এয়ারলাইন্সসমূহ হজযাত্রীকে প্রতিস্থাপন সুবিধা প্রদান করবে। এক্ষেত্রে হজযাত্রীর সাথে সহগামী হিসেবে নিবন্ধিত পরিবারের কোনো সদস্য হজে গমন না করলে প্রতিস্থাপন সুবিধা প্রদান করতে হবে। সরকারি মাধ্যমের হজযাত্রীর ক্ষেত্রে হজ অফিস, ঢাকা এবং এজেন্সির হজযাত্রীর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এজেন্সি কমপক্ষে ৩৬ ঘণ্টা পূর্বে সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্সকে অবহিত করবে

১৭. দুর্ঘটনা/ গুরুতর অসুস্থতা/ ভিসা জটিলতা/ অন্য কোনো যৌক্তিক কারণে কোনো হজযাত্রী তার নির্ধারিত ফ্লাইটে গমন করতে না পারলে এজেন্সিসমূহ এয়ারলাইন্সকে ২৪ ঘণ্টা পূর্বে লিখিতভাবে অবহিত করবে এবং টিকেট পরিবর্তনের সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে। এক্ষেত্রে No Show চার্জ প্রযোজ্য হবে না। **উল্লেখ্য, হজযাত্রীর টিকেট পরিবর্তন চার্জ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা করে নির্ধারণ করতে হবে।**

১৮. ফ্লাইট সিডিউল বাতিল/Delay/ সংযোজন/ সংশোধন থাকলে সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্স তাৎক্ষণিকভাবে ই-হজ সিস্টেমে হালানাগাদ করবে যাতে হজ পোর্টালে সঠিক তথ্য প্রদর্শিত হয়। একই সাথে হজযাত্রীকে এসএমএস ও এজেন্সিকে ই-মেইল-এর মাধ্যমে অবহিত করবে

১৯. সম্মানিত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বিমান ভাড়া নির্ধারণের ক্ষেত্রে Adult Fare এর সমপরিমাণ ভাড়া মূল বিমান ভাড়া হিসাবে ধার্য করা হয়। উল্লেখ্য, যুদ্ধাহত ও খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক বিমানের বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী পবিত্র হজ পালনে একবার ০১ টি ফ্রি টিকেট প্রাপ্ত হন

২০. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক সরবরাহকৃত হজের নিয়ম-কানুন সম্বলিত ভিডিও এয়ারলাইন্সসমূহ আবশ্যিকভাবে হজে গমনকালে বিমানে (In Flight) প্রদর্শন করবে। ভিডিও প্রদর্শন না করা হলে বিষয়টি সুষ্ঠু হজ ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্সের অসহযোগিতা/অবহেলা হিসেবে গণ্য হবে

২১. হজযাত্রীর অর্থায়নে ক্রয়কৃত জমজম পানি (অতিরিক্তসহ) এয়ারলাইন্সসমূহ বাংলাদেশে আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। দেশে ফেরার সময় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স সংশ্লিষ্ট এয়ারপোর্ট হতে প্রত্যেক হাজীকে ৫ লিটারের এক বোতল জমজম পানি সরবরাহ নিশ্চিত করবে। অবশিষ্ট পানি (অতিরিক্ত ক্রয়কৃত এবং দেশে না ফেরা/ মৃত্যুবরণকারী হজযাত্রীর পানি) হজ পরবর্তী শেষ ফ্লাইটের ৩ দিনের মধ্যে পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকা-কে বুঝিয়ে দিতে হবে

২২. হজযাত্রীর লাগেজ হোটেল/বাড়িতে প্রেরণ নিশ্চিতকল্পে একই ফ্লাইটে হজযাত্রীর সাথে লাগেজ পাঠাতে হবে

১৫। ব্যাংকের দায়িত্ব-কর্তব্য:

১. হজযাত্রীর সৌদি পর্বের খরচ নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সৌদি আরব প্রেরণে বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমতি প্রদান করবে

২. সুষ্ঠু হজ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে হজ কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত পত্রের নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালন করবে

৩. হজ কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহ অর্থ স্থানান্তরের নির্দেশনায় নির্ধারিত তারিখের মধ্যে আবশ্যিকভাবে অর্থ স্থানান্তর নিশ্চিত করতে হবে

৪. হজ কার্যক্রমের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় সোনালী ব্যাংক পিএলসি লিড ব্যাংক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে

৫. হজ কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহ হজের প্রাক-নিবন্ধন/প্রাথমিক নিবন্ধন/চূড়ান্ত নিবন্ধনের অর্থ ই-হজ সিস্টেমে প্রস্তুতকৃত ভাউচারের মাধ্যমে গ্রহণ করে হজযাত্রীকে সনদ প্রদান করবে যা হজযাত্রীর টাকা জমার প্রমাণক হিসেবে বিবেচিত হবে

৬. হজযাত্রীর সৌদি পর্বের খরচ নির্বাহের জন্য সোনালী ব্যাংক পিএলসি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত পত্র মোতাবেক অর্থ যথাসময়ে বাংলাদেশ হজ অফিস, জেদ্দার ব্যাংক/ IBAN হিসাবে প্রেরণ নিশ্চিত করবে

৭. হজ কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহ হজযাত্রীর সৌদি পর্বের খরচ নির্বাহের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি নিয়ে সৌদি সরকারের রোডম্যাপ অনুযায়ী ২৪ ডিসেম্বর ২০২৬ তারিখের পূর্বে এজেন্সির IBAN হিসাবে এ প্রেরণ করবে

৮. হজযাত্রীর অর্থ এজেন্সির নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে জমা থাকবে। এই অর্থ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমতি ব্যতিরেকে এজেন্সি/ব্যাংক উত্তোলন/স্থানান্তর করতে পারবে না

৯. এজেন্সির নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে হজযাত্রীদের জমাকৃত অর্থের বিপরীতে কোনো এজেন্সিকে ঋণ প্রদান করা যাবে না। ঋণ প্রদান করা হলে এর সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব ব্যাংকের উপর বর্তাবে

১০. হজযাত্রীর প্রাক-নিবন্ধনের অর্থ জমার ৪৫ দিনের মধ্যে সোনালী ব্যাংকের নির্ধারিত হিসাবে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যাংক স্থানান্তর করবে

১১. হজযাত্রীর সৌদি পর্বের খরচ নির্বাহের জন্য ব্যাংকসমূহ এজেন্সির IBAN হিসাবে নির্ধারিত সময়ে এবং একই বিনিময় হারে প্রেরণ নিশ্চিত করবে

১২. হজযাত্রীর টিকেট ক্রয়ের জন্য ই-হজ সিস্টেমে এজেন্সির করা ভাউচারের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্সের অনুকূলে ব্যাংকসমূহ পে-অর্ডার ইস্যু করবে

১৩. অন্যবিধ নির্দেশনা না থাকলে এজেন্সির নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে রক্ষিত উদ্বৃত্ত অর্থ হজ শেষে এজেন্সি উত্তোলন করতে পারবে

১৪. সরকারি মাধ্যমের হজযাত্রীদের নিবন্ধন অর্থ পরিশোধের জন্য সোনালী ব্যাংক ডেবিট পুলসহ উন্নততর পেমেন্ট পরিষেবা প্রদান করবে

১৬। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের (কেন্দ্রীয় ঔষধাগারসহ) দায়িত্ব/করণীয়:

১. হজযাত্রীর মেনিনজাইটিস ও ইনফ্লুয়েঞ্জা টিকা যথাসময়ে সংগ্রহের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ

২. দেশের সকল জেলা/টিকা কেন্দ্রে ২০ জানুয়ারি, ২০২৭ তারিখের মধ্যে টিকা প্রেরণ এবং টিকা প্রদানের কার্যক্রম শুরু করতে হবে

৩. স্বাস্থ্য অধিদপ্তর হজযাত্রীর স্বাস্থ্য পরীক্ষার রিপোর্ট পর্যালোচনা ও টিকা প্রদান করে হজ পোর্টালের ই-হেলথ প্রোফাইলে তথ্য এন্ট্রি করবে। হজযাত্রী দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত না হলে এবং হজ পালনে সক্ষম হলে ফিটনেস সনদ প্রদান করবে। হজযাত্রীর স্বাস্থ্য পরীক্ষার সকল রিপোর্ট হজ মৌসুম শেষ হওয়ার পর ৩ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে হবে

৪. দুরারোগ্য ব্যাধি যেমন: প্রধান কোনো অঙ্গের অকার্যকারিতা (হৃদযন্ত্র, ফুসফুস, লিভার বা কিডনি), স্নায়ুবিক বা মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত ও ডিমনেশিয়া রোগী, কেমোথেরাপি/ বায়োলজিক্যাল থেরাপি/রেডিওথেরাপি নিচ্ছেন এমন সক্রিয় ক্যান্সার রোগী, জনস্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলে এমন সক্রিয় সংক্রামক রোগ যেমন যক্ষ্মা ও হেমোরেজিক ফিভারে আক্রান্ত রোগী হজে গমন করতে পারবেন না। গর্ভাবস্থার শেষ দুই মাস ও ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভাবস্থার কোনো মহিলা হজযাত্রী ফিটনেস সনদ পাবেন না।

৫. হজের ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসেবে একজন চিকিৎসক মনোনয়ন করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ৩১ জুলাই ২০২৬ তারিখের মধ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে। ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হজের টিকা কেন্দ্রের কার্যক্রম তদারকিসহ হজের স্বাস্থ্য বিষয়ক সকল কার্যক্রমে সহযোগিতা করবেন

৬. সৌদি আরবে হজযাত্রীদের সেবা প্রদানের জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডাক্তার, নার্স, ফার্মাসিস্ট যথাসময়ে প্রেরণ নিশ্চিত করবে

৭. স্বাস্থ্য অধিদপ্তর হজ ফ্লাইট শুরুর পূর্ব থেকে শেষ হজ ফ্লাইট পর্যন্ত টিকা ও প্রয়োজনীয় ঔষধসহ একটি মেডিক্যাল টিম সার্বক্ষণিকভাবে হজ ক্যাম্পে প্রস্তুত রাখবে

১৭। হজ কাজে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/দপ্তরের করণীয়:

১. সুষ্ঠু হজ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবে

২. মক্কা রোড সার্ভিসের আওতায় হজযাত্রীদের চেকইন, বোর্ডিং, লাগেজ গ্রহণ, ইমিগ্রেশন কার্যক্রম হজ অফিস, আশকোনা, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে এবং সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগ/সংস্থা যথাযথভাবে অর্পিত দায়িত্ব পালন করবে

৩. হজযাত্রীর আশকোনায় আগমন এবং আশকোনা হতে বিমানবন্দরে পৌঁছানোর সময় ট্রাফিক পুলিশ প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে

৪. হজে গমনেচ্ছুদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পাসপোর্ট প্রদানের জন্য ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর দেশের সকল জেলা ও আঞ্চলিক কার্যালয়কে বিশেষ কাউন্টারের মাধ্যমে সেবা প্রদানের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে। উল্লেখ্য সৌদি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ২০২৭ সালের হজ পালনের জন্য পাসপোর্টের মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর ২০২৭ তারিখ নির্ধারণ করার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করতে হবে

৫. হজযাত্রীর তথ্য অনলাইনে যাচাইয়ের জন্য ই-হজ সিস্টেমের সাথে জাতীয় পরিচয়পত্র, এমআরপি ও ই-পাসপোর্টের আন্তঃসংযোগ প্রক্রিয়া থাকা জরুরী। সুষ্ঠু হজ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে নির্বাচন কমিশন, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর এবং NTMC হজযাত্রীর NID ও পাসপোর্টের সঠিকতা অনলাইনে স্বয়ংক্রিয়ভাবে যাচাইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে

৬. মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর হজ কার্যক্রমের প্রয়োজনীয় গাইডলাইন, লিফলেট, হজ সহায়িকা, হজ প্যাকেজের গেজেট বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি যথাসময়ে প্রকাশে সহায়তা প্রদান করবে।

৭. বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন (BTRC) হজের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সকল মোবাইল অপারেটরের মাধ্যমে মোবাইল ব্যবহারকারীদের নিকট এসএমএস প্রদানের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারে সহযোগিতা প্রদান করবে

৮. সৌদি আরবে হজযাত্রীদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকল্পে ক্রয়কৃত ঔষধ ও চিকিৎসা সামগ্রী হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা হতে কার্গো বিমানযোগে জেদ্দায় প্রেরণে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ ও বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান ও ব্যবস্থা গ্রহণ করবে

৯. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে হজযাত্রীদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য উপযুক্ত ডাক্তার, নার্স/ব্রাদার্স, ওটি এ্যাসিস্ট্যান্ট/ল্যাব টেকনেশিয়ান, ফার্মাসিস্ট সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মনোনয়ন প্রদান করবে

১০. মক্কা রোড সার্ভিসের আওতায় হজযাত্রীর লাগেজ ট্র্যাকিং এর জন্য RFID সম্বলিত লাগেজ ট্যাগ এবং সৌদি আরবের ইমিগ্রেশন বাংলাদেশে সম্পন্নের জন্য প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্টস HSIA'য় স্থাপনের লক্ষ্যে আমদানিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড শুল্ক মওকুফ সুবিধা প্রদান করবে। এজন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড/ ঢাকা কাস্টমস হাউজ-কে ছাড়করণে পত্র প্রদান করলে যথাসময়ে অনুমতি প্রদান করতে হবে

১১. গণপূর্ত অধিদপ্তর হজ ফ্লাইট শুরুর কমপক্ষে ১৫ দিন পূর্বে হজক্যাম্পের প্রয়োজনীয় মেরামত/সংস্কার কাজ সম্পন্নকরণ ও প্রয়োজনীয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করে হজক্যাম্প সর্বতোভাবে প্রস্তুত করবে। এছাড়া হজযাত্রীর সাথে আগত নিকটাত্মীয়দের জন্য টয়লেটের সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং হজক্যাম্প নিয়মিতভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখাসহ হজযাত্রীদের সেবা প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করবে।

১২. সিটি কর্পোরেশন হজ ফ্লাইট শুরুর কমপক্ষে ০৭ দিন পূর্ব হতে হজক্যাম্প মশামুক্ত করার জন্য নিয়মিতভাবে মশা নিধক ঔষধ প্রয়োগ, হজক্যাম্পের ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করা, ভ্রাম্যমাণ টয়লেট সরবরাহপূর্বক তা নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য পরিচ্ছন্নতাকর্মী নিয়োজিত করার ব্যবস্থা করবে। হজ ক্যাম্পের সম্মুখভাগের রাস্তা প্রস্তুতসহ যাতে আশে-পাশে জলাবদ্ধতা না হয় সেজন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে

১৩. হজ ফ্লাইট শুরুর ০৩ দিন পূর্ব থেকে শেষ হজ ফ্লাইট পর্যন্ত ডেসকো সার্বক্ষণিক নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করবে

১৪. হজ ফ্লাইট শুরু থেকে শেষ হজ ফ্লাইট পর্যন্ত অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রসহ ফায়ার সার্ভিস বিভাগের একটি টিম হজক্যাম্পে সার্বক্ষণিক প্রস্তুত রাখবে

১৫. হজক্যাম্পে হজযাত্রীদের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন তথ্য/সংবাদ প্রচারের নিমিত্ত তথ্য অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসহ একটি টিম সার্বক্ষণিক প্রস্তুত রাখবে

১৮। হজ প্যাকেজ ব্যয়ের হ্রাস/বৃদ্ধিকরণ:

- রাজকীয় সৌদি সরকারের নিকট হতে সৌদি পর্বে হজযাত্রী প্রতি ব্যয়ের চূড়ান্ত হিসাব পাওয়ার পর ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হজ প্যাকেজ ২০২৭ এর ব্যয়ের খাতসমূহ সমন্বয় বা প্রয়োজনীয় খাতে ব্যয় বৃদ্ধি/হ্রাস করতে পারবে।

শব্দের পূর্ণরূপ:

HMIS=Hajj Management Information System	PID = Pilgrim Identification Number
IBAN=International Bank Account Number	HAAB = Hajj Agencies Association of Bangladesh
NTMC=National Telecommunication Monitoring Center.	GACA=General Authority of Civil Aviation
BTRC = Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission	PNR = Passenger Name Record
HSIA= Hazrat Shahjalal International Airport	PNL = Passenger Name List

মুন্সী আলাউদ্দিন আল আজাদ, এনডিসি
সচিব
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd